যুগান্তর

তারিখ 14 FEB 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# এসএসসির তৃতীয় দিনে ১৫১ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

## একই দিনে দুটি পরীক্ষা নেয়া হবে না : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা বাড়ছে। তৃতীয় দিনে সারা দেশে ১৫১ শিক্ষার্থী এবং ১৪ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী বহিষ্কারের এই সংখ্যা আগের দু'দিনের তুলনায় বেশি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখাদেখির পরিবেশে নেয়া হয় পরীক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ প্রযোজনায় নকলের ঘটনাও ঘটছে। এক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে রাজধানীর বাণিজ্যিক স্কুলগুলো। এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আসন যেসব কেন্দ্রে পড়েছে অবজেকটিভের প্রশ্নোত্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। এদিকে হরতাল-অবরোধে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও দিনে দুটি করে বিষয়ের পরীক্ষা নেয়ার বিষয় উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। রাজধানীতে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, যারা এমন কথা বলছেন তারা গুজব ছড়াচ্ছেন।

শুক্রবার এসএসসিতে ইংরেজি প্রথমপত্র, মাদ্রাসায় দাখিলে আরবি প্রথমপত্র ও কারিগরিতে এসএসসি ভোকেশনালে গণিত বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের টানা অবরোধের সঙ্গে হরতালের কারণে তা পেছাতে হয়েছিল। আজও এই স্তরের পরীক্ষা রয়েছে সকাল ১০টায়। আজ এসএসসিতে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র, দাখিলে আরবি দ্বিতীয়পত্র এবং কারিগরিতে বাংলাদেশ, বিশ্ব পরিচয় ও সমাজবিজ্ঞান এবং দাখিল ভোকেশনালে হাদিস শরিফ ও ফিকাহ বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি সূত্র জানায়, সারা দেশের দশ বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল চার হাজার ৮৮৭ জন। তবে আগের দু'দিনের তুলনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম দিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয় [illegible] পরীক্ষার্থী ও দ্বিতীয় দিনে ৫১ জন। তৃতীয় দিনে সেই সংখ্যা ১৫১ জনে দাঁড়িয়েছে। আর প্রথম দিনে বহিষ্কার হয়েছিলেন তিনজন শিক্ষক, দ্বিতীয় দিনে একজন শিক্ষকও বহিষ্কার হননি। অথচ তৃতীয় দিনে বহিষ্কার হয়েছেন ১৪ শিক্ষক। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১০ জন, বরিশালে দু'জন ও মাদ্রাসা বোর্ডে রয়েছে দু'জন। ঢাকা বোর্ডে ৮৫৪ জন শিক্ষার্থী ও বহিষ্কার হয়েছে ১৮ জন, রাজশাহীতে অনুপস্থিত ৩৩৮ ও বহিষ্কার চারজন, কুমিল্লায় অনুপস্থিত ৪৩৫ ও বহিষ্কার আটজন, যশোরে অনুপস্থিত ৪৬৭ ও বহিষ্কার ছয়জন, চট্টগ্রামে অনুপস্থিত ২০৯ ও বহিষ্কার একজন, বরিশালে অনুপস্থিত ১০৪ ও বহিষ্কার তিনজন, সিলেটে অনুপস্থিত ৪১২ ও বহিষ্কার নেই, দিনাজপুরে অনুপস্থিত ১৫৭ ও বহিষ্কার নয়জন, মাদ্রাসা বোর্ডে অনুপস্থিত ১৪৭ ও বহিষ্কার ২৭ জন এবং কারিগরি বোর্ডে অনুপস্থিত এক হাজার ১০৮ ও বহিষ্কার হয়েছে ৭৫ জন।

সিরাজদিখান প্রতিনিধি জানান, নকল সরবরাহকালে প্রশ্নপত্র ও নকলসহ ৯ শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। এসব শিক্ষক উপজেলার রাজদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে একটি বাড়িতে প্রশ্নপত্র নিয়ে গিয়ে উত্তর তৈরি করছিলেন। নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, বেগমগঞ্জ থানার অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে গণটোকাটুকি হয়। এ ঘটনায় সালেহ আহমেদ নামে এক শিক্ষক ও একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ধামরাই প্রতিনিধি জানান, উপজেলায় পরীক্ষা বানচালের চেষ্টা করেছে একটি গোষ্ঠী। এরই অংশ হিসেবে কে বা কারা বৃহস্পতিবার রাতে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় এক ডজন তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে তালা কেটে পরীক্ষার হল খোলা হয়। একই কারণে ১২ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। তবে এই পরীক্ষার নতুন তারিখ এখনও জানানো হয়নি।

**শিক্ষামন্ত্রীর কেন্দ্র পরিদর্শন :** শিক্ষামন্ত্রী শুক্রবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে অভিভাবক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'অনেকে বলছেন, এক দিনে দুই পরীক্ষা নিতে। আবার অনেকেই এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। সকাল-বিকাল দুটি করে পরীক্ষা নেয়া হবে না। এটা গুজব, আপনারা এই গুজবে কান দেবেন না। আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশি, তাদের মনের কথা বুঝি। দিনে দুটি করে পরীক্ষা নেব না। আমরা দিনে দুটি করে পরীক্ষা দিয়েছি, সেদিন আর নেই। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ওইভাবে বেড়ে উঠেনি। তারা একদিনে দুটি পরীক্ষা দিতে চায় না।

তাই প্রয়োজনে সময় বেশি লাগুক, কিন্তু একদিনে দুই পরীক্ষা নেয়া হবে না। কৌশলে পরীক্ষাগুলো শেষ করে ঠিক সময়েই ফল দিয়ে দেব।' এ সময় বিএনপি জোটের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'পারলে মানুষ নিয়ে গণঅভ্যুত্থান করে ক্ষমতায় যান। দয়া করে আর হরতাল দেবেন না, আমি করজোড়ে বলছি।'